



Sect/40

29 April 2021

| | |
|--|--|
| <p>The General Manager [BSE Listing Centre] Department of Corporate Services BSE Limited New Trading Ring, Rotunda Building 1st Floor P.J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001</p> | <p>The Manager [NSE NEAPS] Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G - Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051</p> |
|--|--|

Dear Sir/Madam,

Copies of newspaper publication for intimation of Board Meeting

Please find enclosed the pdf copies of the newspaper publications viz. Business Standard (English) – Kolkata edition and Aajkal (Bengali) – Kolkata edition of 29 April 2021 containing the Public Notice for intimation of meeting of the Board of Directors of the Company inter-alia to approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the first quarter of FY 2021, ended on 31 March 2021. The aforesaid notices were published by the Company pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

You are requested to please take the above on record and disseminate the same for information of the Members and Investors of the Company.

Thanking you,

Yours faithfully,

Pawan Marda
Asst. Vice President and Company Secretary

Encl. As above

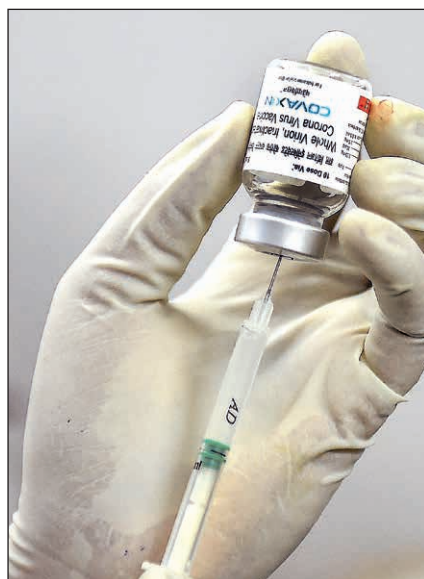
৬১৭ ভ্যারিয়ান্ট রুখতে পারে

কোভ্যাক্সিনকে বড় সার্টিফিকেট

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

বি.১.৬১৭ করোনা ভাইরাসের এই ভ্যারিয়ান্টই এখন কাঁপন ধরাচ্ছে ভারতের সর্বত্র। সন্দেহ বিশেষজ্ঞদের। তবে আশার কথা শুনিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরা অতিমারী বিশেষজ্ঞ অ্যান্থনি ফাউচি। ফাউচি জানিয়েছেন, ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি কোভিডের টিকা কোভ্যাক্সিন ভয়ঙ্কর ৬১৭ ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম। ফাউচি একই সঙ্গে হোয়াইট হাউসের চিফ মেডিক্যাল অ্যাডভাইজারও। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, 'আমরা এখনও দৈনিক ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করছি। সাম্প্রতিকতম তথ্যে দেখা গেছে, যে-সব লোক ভারতে তৈরি টিকা কোভ্যাক্সিন নিয়েছে সেই টিকা কোভিড ভাইরাসের ৬১৭ ভ্যারিয়ান্টকে প্রতিরোধ করতে পারে। এটি ঠিক যে ভারত এখন খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে। তবুও বলা যায় এই পরিস্থিতিতে টিকাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।' নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা মঙ্গলবার জানিয়েছে, মানবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কোভ্যাক্সিন শেখায় সে কীভাবে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে। দেহের গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনকে আঁকড়ে থাকে অ্যান্টিবডি। সেগুলোই ওপরে থাকা স্পাইক প্রোটিনকে আড়া করে বেড়ায়।



আইসিএমআর এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভায়রোলজির সঙ্গে যৌথভাবে কোভ্যাক্সিন টিকা তৈরি করেছে ভারত বায়োটেক। এই টিকার কার্যকারিতা ৭৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০ কোটি কোভ্যাক্সিন তৈরি হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ভারত বায়োটেক।

ভারতকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কীভাবে সাহায্য করা যায় সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছে আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের একটি টিম। জানিয়েছেন হোয়াইট হাউস কোভিড ১৯ রেসপন্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার অ্যান্ডি স্ল্যাভিট। তিনি বলেন, 'ভারতে বেশি করে টিকা তৈরির জন্য দরকারি কাঁচামাল কতটা দেওয়া যায় তার হিসাব করা হচ্ছে। এটা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা। এই সঙ্কটের দিনে এবং কোভিডের ভয়ঙ্কর সংক্রমণের সময়ে আমরা ভারতের পাশে আছি। থেরাপিটিকস, ব্র্যান্ড টেস্টিং কিট, ভেন্টিলেটর, পিপিই, এবং টিকা তৈরির কাঁচামাল পাঠানোর জন্য কাজ শুরু হয়েছে। এজন্য সিডিসির টিমও কাজ করছে।' স্ল্যাভিট বলেন, অ্যান্টাজেনেকার

টিকাও খুব কার্যকর। বিশ্বের নানা দেশ এই টিকা ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছে। তবে আমেরিকায় এই টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। ফলে আগামী কয়েক মাস আমেরিকার এই টিকার দরকার পড়বে না। আমেরিকায় যথেষ্ট পরিমাণে ফাইজার, মডার্না এবং জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকা মজুত আছে।

কোভিশিল্ডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জোরালো নয়

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

ফাইজারের কিংবা অ্যান্টাজেনেকার তৈরি কোভিশিল্ড টিকা নিলে প্রতি চারজনে একজনের মৃদু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, ক্লান্তিবোধ বা মাথা ঘোরানো, ঠাণ্ডা লাগা ও কাঁপুনি, পেট খারাপ, জ্বর ও বমিভাবের মতো উপসর্গ। এছাড়াও থাকছে ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা, ফুলে যাওয়া, লালভাব, চুলকানি ইত্যাদি।

লানসেট ইনফেকশাস ডিজিজ জার্নালে এই মর্মে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটেনের কিংস কলেজ লন্ডনের গবেষকেরা দেখতে পেয়েছেন যে, শরীরের যে জায়গাটায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় সেই জায়গাটা বাদ দিলে, শরীরের অন্য উপসর্গগুলি টিকা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুঙ্গে ওঠে এবং সাধারণ ১ থেকে ২ দিন টিকে থাকে। জো কোভিড সিম্পটম স্টাডি অ্যাপ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে দুটি টিকারই সাধারণ মানুষের ওপর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম। গবেষণায় এটাও দেখা গেছে, ফাইজারের টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার ১২ থেকে ২১ দিনের ৫৮ শতাংশের ক্ষেত্রে সংক্রমণের হার কম। অ্যান্টাজেনেকার ক্ষেত্রে

এই হার ৩৯ শতাংশ। ফাইজারের টিকার প্রথম ডোজের ২১ দিন পর সংক্রমণের হার কমে ৬৯ শতাংশ। অ্যান্টাজেনেকার ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ। বিশেষত যাদের বয়স ৫০-এর ওপরে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে, তাদের এটা ভেবে আশ্বস্ত হওয়া উচিত যে টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব হালকা এবং অল্পদিনের। একথা জানিয়েছেন কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক টিম স্পেস্টার। টিকার প্রথম বা দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার আট দিনের মাথায় ৬ লক্ষেরও বেশি লোককে সমীক্ষা করে উঠে এসেছে এই সব তথ্য। দেখা গেছে টিকা নেওয়ার আগে যাদের কোভিড হয়েছিল তাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি। গবেষকেরা দেখেছেন, ফাইজারের টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তৃতীয় পর্তে ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা, ক্লান্তি ও মাথাব্যথাই ছিল মূল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। যদিও পরে দেখা গেছে ফাইজারের টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার পর ৩০ শতাংশের কম লোকই টিকার জায়গায় ব্যথার কথা বলেছেন। ১০ শতাংশের কম লোক বলেছেন ক্লান্তি কিংবা মাথাব্যথার কথা। একই প্রবণতা দেখা গেছে অ্যান্টাজেনেকার টিকার ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা পর্ব এবং প্রথম ডোজ নেওয়ার পরের পর্ব। অধ্যাপক স্পেস্টারের মতে, দুটি টিকাই নিরাপদ এবং দুটিরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব কম।

কোভিড ভর্তিতে অ্যাডমিশন সেল

আজকালের প্রতিবেদন

বেসরকারি হাসপাতালে সরকারি অধিগৃহীত শয্যা কোভিড রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ভবনের নির্দিষ্ট অ্যাডমিশন সেলের মাধ্যমেই হতে হবে। এই বিষয়ে বিশেষ অ্যাডভাইজারি বৃহবার জারি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারি অধিগ্রহণ করা শয্যা ভর্তি থাকলেও রোগী কোনওভাবেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আপেক্ষিকালীন সময়ে রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে স্থিতিশীল করে তারপর অন্যত্র রেফার করা যাবে।

যে-সব বেসরকারি হাসপাতালে শয্যা সরকারি অধিগ্রহণ করেছে সেখানকার মেডিক্যাল সুপারিশের বলা হয়েছে সরকারি রিকুইজিশনে কোভিড রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই স্বাস্থ্য ভবনের অ্যাডমিশন সেলের সম্মতি প্রয়োজন। অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার সরকারি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে করা যাবে। অ্যাডমিশন সেলের সম্মতি ছাড়া কোনও রোগী ভর্তি হলে তাকে সরকারি কোটায় ধরা হবে না। বেসরকারি রোগী হিসেবে চিকিৎসা দিতে হবে। সরকারি রিকুইজিশন শয্যায় ভর্তি প্রত্যেক রোগীর নথিভুক্তকরণের কাজ করতে হবে সংশ্লিষ্ট অ্যাডমিশন সেলকে। চিকিৎসার খরচের বিল পরিশোধের আগে অবশ্যই নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। রোগীকে বেসরকারি পরিকাঠামোয় রেফার করার আগে সরকারি পরিকাঠামোয় নির্দিষ্ট কোভিড হাসপাতালে ভর্তির জন্য অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারি নাকি বেসরকারি কোন পরিষেবায় রোগীকে ভর্তির প্রয়োজন তার সিদ্ধান্ত নেবেন অ্যাডমিশন সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক দল। ভর্তির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কিংবা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের থেকে আসা প্রত্যেক গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে অ্যাডমিশন সেলকে। রোগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে যে ধরনের পরিকাঠামোয় ভর্তির প্রয়োজন সেই রকম পরিষেবাযুক্ত হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকেও জানিয়ে দিতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে সরকারি কোটায় রোগী ভর্তির তালিকা নিয়মিত ঠিক করে রাখার নির্দেশ অ্যাডমিশন সেলকে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

পাঁশকুড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। কোনও নন-কোভিড রোগীকে এখানে রেফার করা হবে না। কোভিড রোগী রেফার হবে পূর্ব মেদিনীপুর অ্যাডমিশন সেলের মাধ্যমে। এদিন এই নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। অন্যদিকে রাজ্যে ১৫৭ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ক্রিটিক্যাল কেয়ার) অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হল স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। বিভিন্ন জেলায় নিয়োগ করা হবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বলা হয়েছে। মাসিক ভাটা হিসেবে তাদের ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কোভিডে মৃতের সংখ্যা বাড়ায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ২ জন ডোম ছ' মাসের জন্য নিয়োগ করার নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলায় বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে মৃতদেহ বহনের কাজের জন্য ৩ জন ডোম, আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে কোভিড ব্লকে ৩, ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় ২, কাকদ্বীপ মহকুমায় ২, বীরভূম জেলায় ৪, পূর্ব বর্ধমান জেলায় কৃষি ভবন কোভিড হাসপাতালে ২, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ২ জন ডোম নিয়োগ করল স্বাস্থ্য দপ্তর। সকলকেই ছ' মাসের জন্য মাসিক ভাটা হিসেবে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

ভারত কোকিং কোল লিমিটেড
'একটি মিনি রত্ন কোম্পানি'
(কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা)

বিজ্ঞপ্তি

পণ্য, কার্য ও পরিষেবা আস্থাদানের জন্য ভারত কোকিং কোল লিমিটেড (বিসিসিএল)-এর সকল টেন্ডারসমূহ প্রযোজ্য সকল খোলা (দেশীয়/আন্তর্দেশীয়) টেন্ডার ক্ষেত্রে যা সিআইএল-এর ই-প্রোকিউরমেন্ট পোর্টাল মাধ্যমে জারিকৃত বিসিসিএল-এর ওয়েবসাইট www.bclweb.in, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিআইএল)-এর ই-প্রোকিউরমেন্ট পোর্টাল <https://coalindiatenders.nic.in> এবং সেন্ট্রাল পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট পোর্টাল <https://eprocure.gov.in>-তে পাওয়া যায়। আরও, জিইএম পোর্টাল: <https://gem.gov.in> মাধ্যমেও আস্থাদান করা হয়।

ব্যক্তিগত সোনা বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

দ্য ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, শাখা: ভবানীপুর, ৪/১, এলগিন রোড, কলকাতা-৭০০০২০, ফোন: ০৩৩ ২২৮৩২১৬-এর তরফে সংশ্লিষ্ট সকল জনসাধারণের জ্ঞতার্থে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে ফেডারেল ব্যাঙ্কের ভবানীপুর শাখায় যে বন্দকি গহনাসমূহের বকেয়া বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও মেটানো হয়নি এখন তা নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি হবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যোগাযোগের শেষ তারিখ ৭.৫.২০২১। খেলাপি স্বর্ণগ্রাহকের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর নিম্নোক্ত:

নাম: সুমন ভট্টাচার্য; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 13046100014040
নাম: অনুরাধা বসু; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 13046100014032
নাম: রাজেশ যাদব; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 13046100014115
নাম: রাজেশ যাদব; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 13046100014057
নাম: রাজেশ যাদব; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 13046100014321
নাম: বিশাল কুমার সাউ; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 13046100014065

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.৪.২০২১

ম্যানাজার
ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড
Making our world more productive

CIN : L40200WB1935PLC008184
রেজি অফিস: অক্সিজেন হাউস, পি ৪৩, চারাতলা রোড, কলকাতা ৭০০০৮৮
ফোন: +৯১ ৩৩ ৬৬০২ ১৬০০, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২৪০১ ৪২০৬
ই মেল: investor.relations.in@linde.com

বিজ্ঞপ্তি

নেবি (লিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত কোম্পানির প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষিত একক ও একীকৃত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন ও রেকর্ডভুক্ত করার জন্য কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ১১ মে, ২০২১ তে।

লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
পবন মারদা
২৮ এপ্রিল ২০২১
সহ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কোম্পানি সেক্রেটারি
আমাদের দেখুন: www.linde.in

'উধাও' কেপ্টর ফোন ডিইওকে, আপনার নজরদার টিম কোথায়?

আজকালের প্রতিবেদন

বোলপুর, এপ্রিল ২৮

কথায় বলে বজ্র আঁচনি ফস্কা গেরো। বৃহবার নির্বাচন কমিশনের নজরদারি টিমের সামনে থেকে 'উধাও' হয়ে গেলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুরত মণ্ডল ওরফে কেপ্ট। সারা জেলা জুড়ে খোঁজ খোঁজ রব। অবশেষে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর তাঁর হৃদিশ পাওয়া যায়। বলা ভাল নজরদারি টিমকে লুকোচুরি খেলায় নাকানি-চোবানি খাওয়াবার পর 'তিনি দেখা দিলেন' তারা পীঠে। আর তারপরেই তাঁকে ফের সতর্ক করল কমিশন। নজরদারি টিমের নজরে থাকতে হবে তাঁকে। অর্থাৎ নজরে রাখার দায় নজরদারি টিমের নয়, নজরে থাকার দায় অনুরতরই!

অনুরতকে গতকালই নজরবন্দি করে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে শুরুসকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তাঁকে নজরবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। সেই মতোই মঙ্গলবার রাতি আটটা নাগাদ নজরদারি টিম বোলপুর তৃণমূল পার্টি অফিসে আসেন ও তাঁর মোবাইল ফোন নিয়ে নেওয়া হয়। আজ সকাল ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে বের হন অনুরত। তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়াও সেই সময় নির্বাচন কমিশনের নজরদারি টিমও ছিল। বাড়ি থেকে যখন বের হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের গাড়ি তখন তাঁর পিছনে আর তার পিছনে বিভিন্ন সংস্থার অধিকারী গাড়ি। সেই কমান্ড



পার্টি অফিসের মাঝেই অনুরতর 'ট্র্যাক' মিস করে যায় নজরদারদের গাড়ি। এদিন সন্ধ্য সাড়ে ছটা নাগাদ জেলা সফর শেষ করে বোলপুরের দলীয় অফিসে এসে পৌঁছন অনুরত। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাকে ওরা খুঁজে না পালে সেটা ওদের দোষ। আমি কি করব? আমি অনেকক্ষণ ওদের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। আমি তো তারা পীঠ মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা করলাম। ডিএম-কে ফোন করে বললাম, কোথায় আপনার টিম? আমি তারা পীঠে। উনি বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, ঢুকছে। তারপর ওরা এল। আমি কি করব?'

রামপুরহাট থেকেই কমিশনের প্রতিনিধি এসে কমিশনের সতর্কবাণী অনুরতর হাতে ধরিয়ে দেন। সেই মতোই সঙ্গে থাকা নজরদারদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা পীঠ থেকে রামপুরহাট, মল্লারপুর মহানন্দবাজার, সিউড়ি হয়ে তিনি ফিরবেন বোলপুরে। ঘড়িতে তখন ৩টে। অনুরতর পাইলট আনারুল গাড়ির স্টয়ারিং হাতে নিয়েই হুশ করে বেরিয়ে গেলেন। আবার দলছুট নির্বাচন কমিশনের গাড়ি। কেন এমন হচ্ছে? প্রশ্নের উত্তরে অনুরত বলেন, 'আসলে ওদের গাড়িটা মনে হয় ঠিক নেই। সেই জন্য ওরা আসতে পারছে না। কিন্তু আমার তো উপায় নেই। আমাকে তাড়াতড়ি বোলপুরে ফিরতে হবে। কালকে নির্বাচন।' ফের নজরদারি দলকে জানানো হল তাঁর লোকেশন। আবার অনুরতর গাড়ি বেপান্তা। শেষে সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে অনুকোচনা সময় আপেক্ষা করলেন। টিম ওল। তাঁদের নিয়ম

NOTICE
Notice is hereby given that my client is in the process of purchasing from Raman Kumar Aganwal of 14/2, Burdwan Road, P.O. and P.S. Alipore, Kolkata 700027 and presently residing at B2 102Sriram Spandna Apartment Challengata Bangalore 560037, Flat No. 7A on the 7th floor of the Tower No. 1 of Alcovue Regency together with covered car parking space No. C-11 and open car parking space no. O-1 and servants quarter No. A on the 7th (Seventh) floor. Any person having any claim, right, title, interest or demand of any nature in respect of the said flat is hereby required to make the same known in writing alongwith documentary proof thereof to the undersigned at 6, Old Post Office Street, "Temple Chambers", 1st Floor, Room No. 62, Kolkata - 700 001 within 15 days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be complete without any reference to such claim and the claims if any shall be deemed to have been given up or waived.

Mr. Sayantan Bose
Advocate,
6, Old Post Office Street
"Temple Chambers", 1st Floor
Room No.62, Kolkata-700 001

Notice Inviting Short NITQ
Sealed Tenders are invited by the Executive Engineer, PWD, Hooghly Electrical Division, Purta Bhavan 3rd Floor, Sarat Sarani, Kodalia, Hooghly, Pin- 712 123 for -SHORT NITQ No.: 01/Q of 2021-22. Name of Work : Arrangement of maintaining negative pressure

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ১)
১০ তম তল 'জীবনসুখা বিল্ডিং' ৪২-সি জে এল নেহেরু রোড কলকাতা-৭০০০৭১

কেস নং: ৩৫/৩৬০/২০১৬

আ্যাক্টের সেকশন ১৯ সাবসেকশন (৪) সঙ্গ পড়িতব্য ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রেসিডেন্ট) রুলস ১৯৯৩ সাব রুল (২এ) অনুযায়ী সমন

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
প্রদীপ ব্যানার্জি

প্রতি (১) প্রদীপ ব্যানার্জি ১-৬৪ বিজয়লক্ষ্মী কলোনী, পোঃ নবপল্লী থানা: বারাসাত ২৪ পরগনা উত্তর কলকাতা-৭০০১২৬, উত্তর চব্বিশপরগনা পশ্চিম-৭০০১২৬

সমন

যেহেতু আ্যাক্টের ১৯ (৪) অধীনে (৩এ) আপনার কাছ থেকে ₹ ১৯,৯২,৯৭৫/- উজারের জন্য আবেদন জমা করা হয়েছে (আবেদন সহ জমির কপি সংযুক্ত) সেই কারণে মহামান্য ট্রাইবুনাল সমন/বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

আ্যাক্টের সেকশন ১৯ সাবসেকশন (৪) অনুযায়ী আপনি প্রতিবাদী হিসেবে কারণ দর্শাইবেন তিরিশ দিনের মধ্যে যে কেন ওই আবেদন গ্রহণ হবে না। আপনার লিখিত বিবৃতি জমা করিতে আবেদন করা যাচ্ছে যার একটি প্রতিলিপি আবেদনকারীগণকে জমা করতে হবে এবং রেজিস্ট্রার সন্মুখে ১৬/০৪/২০২১ সকাল ১০.৩০ মিনিটে হাজির থাকতে হবে অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের গুণানি হবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আমি এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে স্বাক্ষর করলাম ২২/০৪/২০২১ তারিখে